



## 99507 - বীর্য, কামরস ও সাদা স্রাব এর মধ্যে পার্থক্য

### প্রশ্ন

আমি জানি না নারীদের থেকে নির্গত তরলকে কখন বীর্য ধরা হয়; যার ফলে গোসল ফরয হয়। আর কখন সটোকো সাধারণ স্রাব ধরা; যার ফলে ওজু ফরয হয়। আমি একাধিকবার বিষয়টি জানার চেষ্টা করছি। কিন্তু কউে আমাকে যথাযথ জবাব দেননি। তাই আমি নির্গত সকল তরলকে সাধারণ স্রাব ধরি; যা বরে হলে গোসল ফরয হয় না। আমি শুধু সঙ্গম করা ছাড়া গোসল করিনি। আশা করব, আপনার এ দুটোর মধ্যকার পার্থক্য পরিস্কারভাবে উল্লেখ করবেন।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নারীর জরায়ু থেকে নির্গত তরল হতে পারে বীর্য, হতে পারে মযী বা কামরস, হতে পারে সাধারণ স্রাব। এ তিনটির প্রত্যেকেটির রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রত্যেকেটির রয়েছে স্বতন্ত্র বধিবিধান।

বীর্য এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১। হলুদ রঙের পাতলা। এ বৈশিষ্ট্যটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে- “নিশ্চয় পুরুষের পানি ঘন সাদা। আর মহিলার পানি পাতলা ও হলুদ রঙের।” [সহহী মুসলিমি (৩১১)]

২। বীর্যের গন্ধ গাছের মঞ্জুরির মত। আর মঞ্জুরির গন্ধ ময়দার খামিরের কাছাকাছি।

৩। সুখানুভূতির সাথে বরে হওয়া এবং বরে হওয়ার পর যটন নসিতজেতা আসা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্য একত্রে পাওয়া শর্ত নয়। বরং একটি পাওয়া গেলেই সে তরলকে বীর্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। ইমাম নববী তাঁর ‘আল-মাজমু’ নামক গ্রন্থে (২/১৪১) এ কথা বলেছেন।

কামরস:

সাদা স্বচ্ছ পিচ্ছিল পানি যটন উত্তজেনার সময় এটি বরে হয়; যটন চিন্তার ফলে কিংবা অন্য কোন কারণে। এটি বরে হওয়ার সময় সুখানুভূতি হয় না এবং এটি বরে হওয়ার পর যটন নসিতজেতা আসে না।



সাদা স্রাব:

গর্ভাশয় থেকে নরিগত পদার্থ, যা স্বচ্ছ। হতে পারে এটি বরে হওয়ার সময় নারী টরেও পায় না। এক মহলিা থেকে অপর মহলিার ক্ষত্রে এটি বরে হওয়ার পরমিাণ কম-বশে হতে পারে।

পক্ষান্তরে, এ তনিটি তরল (বীর্য, কামরস ও স্রাব) এর মাঝে হুকুমগত দকি থেকে পার্থক্য হচ্ছ-

বীর্য পবতির। বীর্য কাপড়ে লাগলে সে কাপড় ধোয়া ফরয নয়। তবে, বীর্য বরে হলে গোসল ফরয হয়; সটো ঘুমরে মধ্যে বরে হকো কথিা জাগ্রত অবস্থায়; সহবাসরে কারণে বরে হকো কথিা স্বপ্নদোষরে কারণে কথিা অন্য য়ে কনো কারণে।

আর কামরস বা মযী নাপাক। এটি শরীরে লাগলে ধুয়ে ফলো ফরয। কাপড়ে লাগলে কাপড় পবতির করার জন্য পানি ছটিয়ে দয়ো যথেষ্ট। কামরস বরে হলে ওজু ভঙেগে যাবে। কামরস বরে হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয় না।

পক্ষান্তরে, স্রাব পবতির। এটি ধটো করা কথিা কাপড়ে লাগলে সে কাপড় ধটো করা আবশ্যক নয়। তবে, এটি ওজু ভঙগকারী। তবে এটি যদি চলমানভাবে বরে হতে থাকে তাহলে সে মহলিা প্রত্যকে নামায়রে জন্য ওয়াক্ত হওয়ার পর নতুন করে ওজু করবে। ওজু করার পর স্রাব বরে হলেও কনো অসুবিধা নই।

আর জানতে দেখুন: [50404](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।